যায়যায়দিন

তারিখ 11 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

22 [illegible]

ঢাকা ইউনিভার্সিটি আবার উত্তপ্ত

শনিবারের মধ্যে বন্দিদের মুক্তি না দিলে রবিবার থেকে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আগামীকাল শনিবারের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে সরকারকে 'রেড অ্যালার্ট' নোটিশ দিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। এ দাবি না মানলে রবিবার থেকে লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। যেসব ছাত্র-শিক্ষক ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নেবে তাদের দালাল হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে বলে ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

গতকাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধনের আগে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এ ঘোষণা দেয়।

জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি ও আগস্টের ঘটনায় দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে স্মরণকালের বৃহৎ মানব প্রাচীর তৈরি করে শিক্ষার্থীরা। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তারা ক্লাস বর্জন করে এ কর্মসূচি পালন করে।

এদিকে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান তার প্রথম কার্যদিবসে চেয়ারে বসে সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে তিনি অবশ্যই আলোচনা করবেন।

অন্যদিকে বন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র- শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি গতকালও অব্যাহত ছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে জাসদ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশনসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, তিতুমীর কলেজ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন [illegible]

শনিবারের মধ্যে বন্দিদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শাখার নেতাকর্মীরাও এতে অংশ নেয়।

কর্মসূচির আগে অপরাজেয় বাংলায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের এক ছাত্র বলেন, এর আগে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে কর্মসূচি পালন করেছি। আজ মাথায় বেঁধেছি লাল কাপড়। তিনি লাল কাপড়কে সরকারের জন্য রেড অ্যালার্ট আখ্যায়িত করেন। একই ইন্সটিটিউটের আরেক ছাত্র শনিবারের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার কথা বলেন।

অন্যদিকে সোয়া ১২টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষক ইস্যুতে ভিসির সঙ্গে দেখা করেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে জসীম উদ্দিন, আশরাফুর রহমান, সাজ্জাদ শাকিব, বাদশা মিয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতারা আন্দোলন কর্মসূচিতে বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের অংশ না নেয়ার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি ইসু নিয়ে কোনো আন্দোলন কর্মসূচিতে সাদা দল অংশগ্রহণ করছে না। ছাত্রদল নেতারা বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সব সময় শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্ট ধারণ করে। এদিকে গত বুধবার শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভা না হওয়ায় আগামীকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় আবার সভা ডাকা হয়েছে। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম বলেন, শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি ইসু নিয়ে আন্দোলন সংঘাতে যাওয়ার ফল খুব একটা ভালো হবে না। তবে ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রাখার জন্য তাদের দ্রুত মুক্তির প্রয়োজন।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নতুন শিক্ষা উপদেষ্টা এসেছেন। এ অবস্থায় দুই-এক দিনের মধ্যেই জেলবন্দিরা মুক্তি পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।